॥ সম্পাদকের বিবৃতি ॥

ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশান পিকচার আর্টিস্টস্ ফোরামের সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

২১শে এপ্রিল ২০১৪ - নতুন কার্যকরী সমিতি তার যাত্রা শুরু করে। খুলে যায় অনেক দিনের বন্ধ হয়ে থাকা 'বাতায়ন'। এন টি ওয়ান স্টুডিও-র অস্থায়ী কার্যালয়ে আত্মপ্রকাশ করলো নব কলেবরে আমাদের সাধের পত্রিকা বাতায়ন — গত বছরের মে মাস থেকে শুরু করে প্রতি তিনমাস অন্তর প্রকাশিত হচ্ছে এই পত্রিকা। এরমধ্যে ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৪—আমাদের কার্যকরী সমিতির সদস্যা শ্রীমতী পল্লবী চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'Story' পুস্তকবিপণীতে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় শারদীয়া সংখ্যা বাতায়ন, উদ্বোধন করেন আমাদের সকলের প্রিয় শ্রী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। আমাদের সহ-সভাপতি তথা বাতায়ন সম্পাদক শ্রী রমেন রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং সহ-সম্পাদক শ্রী সপ্তর্ষি রায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজ বাতায়ন স্বাবলম্বী। পত্রিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও বিজ্ঞাপন বাবদ সংগৃহীত অর্থ থেকেই বাতায়ন স্বনির্ভর। অদূর ভবিষ্যতে ফোরামের কল্যাণ তহবিলে বাতায়নের উল্লেখযোগ্য অবদান থাকবে এই আশা রাখি। বাতায়নের এই সাফল্যের দাবীদার বাতায়ন কমিটির সর্বশ্রী শান্তনু মিত্র, শুভ্রজিৎ দত্ত, কুশল চক্রবর্তী, দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য্য (জ্যাক) এবং চন্দ্রশেখর শীল। অভিভাবকের মত এই পত্রিকার মাথার উপরে আছেন পরমশ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে ফোরামের সাংস্কৃতিক দিকটিও অবহেলিত হয়নি। গত বছরে আয়োজিত হয়েছিল রবীন্দ্র তর্পণ (২২শে শ্রাবণ উপলক্ষে) এবং শারদ সম্মেলন। দুটিই অনুষ্ঠিত হয় অবনমহল প্রেক্ষাগৃহে। সদস্যদের স্বঃতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠানগুলি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত।

তবে শারদোৎসবের আনন্দে আমরা ভুলে যাইনি সমাজের বঞ্চিত অবহেলিত মানুষদের। বিষ্ণুপুরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আবেদনে পঞ্চাশটি প্রতিবন্ধী শিশুর হাতে পুজোর জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয় ফোরামের উদ্যোগে।

পুজো উপলক্ষে আমরা চেষ্টা করেছি ফোরামের সদস্যদের হাতেও কিছু উপহার তুলে দিতে। Bisk Farm -এর কর্ণধার শ্রী কৃষ্ণ দাস পালের সহায়তায় ফোরামের সদস্যদের দেওয়া হয় আকর্ষণীয় ছাড়। Bisk Farm -এর যে কোন Biscuit -এ ১০% এবং তাদের Just Baked -এর সবকটি শাখায় Bakery Products -এর ওপর মেলে ১৫% ছাড়। এছাড়া আমাদের শিল্পীবন্ধুদের প্রসাধন সামগ্রীর জন্যে অত্যন্ত প্রিয় বিপণী New Market -এর Royal Store-এও পাওয়া যায় উল্লেখযোগ্য ছাড়, এ ছাড় মেলে New Market -এরই একটি বস্ত্র বিপণী Sen's Wing থেকে। অলঙ্কারের মজুরী ও অন্যান্য খাতে ফোরামের সদস্যদের জন্য ছাড়ের সুযোগ করে দিয়েছেন B. Sirkar Johuree। গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণে Camac সংস্থাও দিচ্ছেন আকর্ষণীয় ছাড়। শুধু তাই নয় Purnam Medicare এঁদের Multi Speciality

Hospital -এ চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে ফোরামের সদস্যদের জন্যে ছাড়ের ব্যবস্থা করেছেন।

আজ ফোরামের এই কার্ড নিছক একটি কার্ড নয়। এই কার্ডের মাধ্যমে পাওয়া যায় উল্লিখিত এতগুলো সুযোগসুবিধা। একে সহজে বহন করার জন্যে গত নভেম্বর মাসে এই কার্ডকে Smart Card -এ রূপান্তরিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়। ধাপে ধাপে এই নতুন সদস্য কার্ডের বিতরণ চলছে।

গত ৮ই ডিসেম্বর ২০১৪—ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশান পিকচার আর্টিস্টস্ ফোরাম তাদের এন টি ওয়ান স্টুডিওর অস্থায়ী কার্যালয় থেকে চলে আসে নবনির্মিত টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। আজ ফোরামের সুসজ্জিত কার্যালয় আমাদের গর্বিত করে। তবে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে এন টি ওয়ান স্টুডিও-র অস্থায়ী কার্যালয়ের ঐ এক চিলতে ঘরকে ভোলা সম্ভব নয় কারণ আমাদের বর্তমান কার্যকরী সমিতির যাত্রা শুরু হয়েছিল ঐ ঘর থেকেই।

৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫—ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশান পিকচার আর্টিস্টস্ ফোরামের এক স্মরণীয় দিন। এই প্রথম গীতাঞ্জলী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা Glam Sports ২০১৫ । আমাদের কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রী শঙ্কর চক্রবর্তী ও শ্রীমতী জুন মালিয়ার উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই স্টেডিয়াম ব্যবহারের অনুমতি দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আমাদের আমন্ত্রণে সদস্যদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে ঘিরে সদস্যদের উদ্দীপনা ছিল দেখার মত। শ্রী দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রী সপ্তর্ষি রায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এই বিশাল কর্মযজ্ঞ নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই বিশাল উদ্যোগে ফোরামের তহবিল থেকে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতার সহযোগিতায় তা সম্ভব হয়। এরজন্যে আমাদের সদস্য শ্রী পিলু ভট্টাচার্য্যের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রতিযোগিতা শেষে যখন পুরস্কার বিতরণী চলছে তখন স্টেডিয়ামে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু তখনও ফোরামের সদস্যদের প্রাণশক্তি ছিল অফুরান। এই সংহতিটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল সেদিন।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫—ভাষা দিবস ফোরামের কাছে এক ভাষাহীন দিন। আকস্মিকভাবেই প্রয়াত হলেন আমাদের একনিষ্ঠ কর্মী বাবু রায়চৌধুরী। সঠিক সময়ে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা না পাওয়ার মাশুল গুণতে হল তাঁকে। কিন্তু বাবু রায়চৌধুরীর মৃত্যু ফোরামকে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত স্থাপনে অনুপ্রেরণা জোগালো। আমাদের কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রী সোহমের উদ্যোগে গত ২৮ মার্চ ২০১৫, প্রেস ক্লাবে Narayana Health ও R. N. Tagore Institute of Cardiac Sciences -এর সঙ্গে Artists Forum -এর একটি সম্পর্ক স্থাপন হলো। যার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন আমাদের সভাপতি শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই ব্যবস্থায় Forum -এর সকল সদস্যদের দেওয়া হচ্ছে একটি Privilege Card যার মাধ্যমে R. N. Tagore Institute of Cardiac Sciences সমেত Narayana Health -এর অধীনস্থ কলকাতার সবকটি চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে Forum -এর সদস্যেরা চিকিৎসার সুবিধা নিতে

পারবেন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। এই কার্ড সংলগ্ন Brochure -এ কোথায় কত ছাড় পাওয়া যাবে তা বিস্তারিত লেখা আছে। সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে ফোরামের অফিস থেকে Privilege Card সংগ্রহ করতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই কার্ডটি কিন্তু আজীবনের। আগামী ১৫ই মে ২০১৫ অনুরূপ একটি মেলবন্ধন ঘটছে Disha Eye Hospital -এর সঙ্গে। এটি হয়েছে আমাদের কার্যকরী সমিতির সদস্যা শ্রীমতী পল্লবী চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। তাদের দেওয়া কার্ডের মাধ্যমে ফোরামের সদস্যরা চক্ষু চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ১০% ছাড় পাবেন। প্রতি বছর আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল নয় এমন সর্বাধিক কুড়িজন সদস্যদের চক্ষু সংক্রান্ত অস্ত্রোপচারে পাওয়া যাবে এক তৃতীয়াংশ ছাড়।

Airtel সংস্থার উদ্যোগে পাওয়া যাচ্ছে এক বিশেষ সুযোগ। আমাদের ফোরামের সদস্যসংখ্যা বর্তমানে দু হাজার ছাড়িয়েছে। সদস্যদের সঙ্গে এবং ফোরামের কর্মীদের সঙ্গে বিনামূল্যে কথা বলতে হোলে Group Connection নিতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য কলেও আছে আকর্ষণীয় কলচার্জ।

কিন্তু একথা স্বীকার করে নিতেই হবে যে বর্তমানে আমাদের কাজের পরিস্থিতি বড়ই বিভ্রান্তিকর। প্রযোজক সংস্থা WATA-এর অধীনস্থ Channel Eight সংস্থা দীর্ঘদিন শিল্পীদের পারিশ্রমিক দেননা। বারংবার চিঠি লেখা সত্ত্বেও অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। এই পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এরসঙ্গে যুক্ত প্রতিটি শিল্পীর কাজ বন্ধ করে দেওয়ার কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকছে না। এ ব্যাপারে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আরেকটি প্রযোজক সংস্থা WATP সম্বন্ধেও হতাশাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। অনিয়মিত পারিশ্রমিক সংক্রান্ত ব্যাপারে সমাধানের জন্যে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি Joint Committee গঠিত হয় WATP ও Artists' Forum-এর প্রতিনিধিদের নিয়ে। উদ্দেশ্য একটি Code of Conduct প্রস্তুত করা। এটি সর্বসম্মতিক্রমে তৈরী করে পেশ করার কথা ছিল গত ১৫ই নভেম্বর ২০১৪। কিন্তু বহু টালবাহানার পর এ যাবত মাত্র দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের তরফ থেকে একটি খসড়া নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে পারিশ্রমিক দেওয়ার দিন নিয়ে সকলে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে প্রতি মাসের প্রথম ১৫ দিনের পারিশ্রমিক পরবর্তী মাসের ৭ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে আর বাকী দিনগুলির পারিশ্রমিক পরবর্তী মাসের ২২ থেকে ২৫ তারিখের মধ্যে দেওয়া হবে। কিন্তু বর্তমানে শোনা যাচ্ছে - WATP সংস্থাটির অস্তিত্বই সঙ্কটের মুখে। এমতাবস্থায় অনিশ্চিত হয়ে উঠছে আমাদের শিল্পীদের ভবিষ্যত। এই সমস্যার সমাধানে আমার ব্যক্তিগত প্রস্তাব আমাদের নিজেদের চলার পথ নিজেদেরই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। প্রতিটি মেগা ধারাবাহিক পিছু তিনজন Senior Artists-কে দায়িত্ব নিতে হবে। যাঁরা সেই Production -এ Payment থেকে শুরু করে যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে ফোরামকে জানাবেন। যে কোন সমস্যার সমাধানে সেই Report অনুসরণ করে ফোরাম সংশ্লিষ্ট প্রযোজক সংস্থাকে অবহিত করবে। এ প্রস্তাবে সকলে সহমত পোষণ করলে আমার মনে হয় এর থেকে সুফল মিলবে। বাকীটা আপনারা বিবেচনা করে যা

সিদ্ধান্ত নেবেন তা আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে। তবে একথা বিনীতভাবে জানাতে চাই ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে, অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের একজোট হতেই হবে। কার্যকরী সমিতির মুষ্টিমেয় কিছু সদস্যের উদ্যোগে এই দীর্ঘদিনের সমস্যার আশু সমাধান অসম্ভব। সম্পাদক হিসাবে আমি মনে করি এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় চাই কঠিন, কঠোর নেতৃত্ব।

তবে একটা কথা বলা খুবই প্রয়োজন। ফোরামের জন্মলগ্ন থেকে এরসঙ্গে জড়িয়ে আছি। পাওনাগন্ডা সংক্রান্ত চিরন্তন সমস্যার কোনদিন অবসান ঘটবে না যতদিন না সদস্যদের পা দুটো শক্ত করে মাটির ওপর দাঁড় করানো যাচ্ছে। বাড়ির EMI, গাড়ীর EMI, জীবনযাত্রার উর্দ্ধগামী খরচ, চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রচুর ব্যয় ইত্যাদি আধুনিক জীবনের বিভিন্ন দায়বদ্ধতা আমাদের সাহসী হতে দেয় না। সবসময় ঘিরে থাকে কাজ হারানোর ভয়। ফোরামের প্রতিটি সদস্যকে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে, তবে তো তারা রুখে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করবে, কাটাতে পারবে শিল্পীজীবনের অনিশ্চয়তা। আমি এ স্বপ্ন দেখি—আর দেখি বলেই বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করার চিন্তা সবসময়ে মাথায় ঘোরে। দায়িত্বে আমি থাকবো না কিন্তু আমার এ কল্যানমূলক প্রয়াস জারি থাকবে ফোরামকে ভালোবেসে। আপনাদের কাছেও অনুরোধ, যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে আসুন। আপনারা শুনলে হয়তো আঁতকে উঠবেন—ফোরামের সদস্য চাঁদা নামমাত্র, কিন্তু এই নামমাত্র চাঁদারই অনাদায়ী পরিমান কত জানেন? দশ লক্ষ টাকারও বেশী। কি করে চলবে ফোরাম? ভুললে চলবে না আপনাদেরও ফোরামকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার দায় আছে।

আমার এই সম্পাদকের প্রতিবেদনে পরিশেষে একটা আশঙ্কার কথা জানাই। বর্তমানে বহু শিল্পী সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন। ব্যক্তিগত মতপ্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সক্রিয়ভাবে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশ নেওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রত্যেক শিল্পীর আছে। কিন্তু সকলকে একটা কথা স্মরণ রাখতে অনুরোধ করবো যে ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশান পিকচার আর্টিস্টস্ ফোরাম একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন। এখানে সবরকম মতাবলম্বী শিল্পী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলি, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের শিল্পীবন্ধুদের কল্যাণ। কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা, কোনো রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সমর্থন বা বিরোধিতা কোনোদিন এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার কোনো রং হয়না।

ভালো থাকবেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশান পিকচার আর্টিস্টস্ ফোরাম দীর্ঘজীবী হোক—

বিনীত

অরিন্দম গাঙ্গুলী

সাধারণ সম্পাদক

আর্টিস্টস্ ফোরাম